তারিখ 13 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

দৈনিক জনকণ্ঠ

আকায়েদ ছাত্রশিবির

নিউইয়র্কে বোমা হামলার ঘটনায় তোলপাড়

আকায়েদ

গাফফার খান চৌধুরী ॥ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের খাগড়াগড়ের পর এবার আমেরিকার নিউইয়র্কে বাংলাদেশী আত্মঘাতী জঙ্গীর বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা রীতিমতো হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে। আকায়েদ উল্লাহ নামের ওই আত্মঘাতী জঙ্গী জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গসংগঠন ছাত্রশিবিরের সদস্য। বাংলাদেশে থাকাকালে সে ছাত্রশিবিরের রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল। আমেরিকায় যাওয়ার পর আকায়েদ চরম উগ্র মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে আত্মঘাতী জঙ্গী হয়ে ওঠে বলে প্রাথমিকভাবে তথ্য পেয়েছে ঢাকার গোয়েন্দারা। আমেরিকায় কাদের মাধ্যমে জঙ্গীবাদে জড়িয়েছে তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি; জানার চেষ্টা চলছে। আকায়েদের জঙ্গী সম্পৃক্ততা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে তার স্ত্রী ও শ্বশুর-শাশুড়িসহ পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ স্বজনদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে জঙ্গীবাদ নিয়ে কাজ করা পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিট। বাংলাদেশী এই জঙ্গীর সঙ্গে দেশীয় বা আন্তর্জাতিক

(২ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

● যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর চরম উগ্র মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে আত্মঘাতী জঙ্গীতে রূপ নেয় বলে প্রাথমিকভাবে তথ্য পেয়েছেন ঢাকার গোয়েন্দারা ● স্ত্রী ও শ্বশুর-শাশুড়িসহ পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিট

আকায়েদ ছাত্রশিবির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কোন জঙ্গী সংগঠনের যোগাযোগ রয়েছে কিনা তা জানার চেষ্টা চলছে। যদিও আমেরিকান পুলিশের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, আকায়েদ আইএসের অনুসারী। তবে আকায়েদের সঙ্গে আইএসের সরাসরি কোন যোগাযোগ ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে জেরুজালেমকে স্বীকৃতি দেয়। এতে চরম ক্ষিপ্ত হয় আইএসের অনুসারী আকায়েদ। এমন ক্ষোভ থেকেই আকায়েদ আত্মঘাতী হামলাটি চালায়। তবে ব্যাপক হতাহতের টার্গেট নিয়ে আকায়েদ ওই হামলা চালিয়েছিল কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। সে বিষয়ে গভীর তদন্ত চলছে।

গত ১১ ডিসেম্বর সকালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারের কাছে পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনালে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এমন ঘটনায় রীতিমতো হৈ চৈ পড়ে যায়। সর্বত্র সতর্কতা জারি করা হয়। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ঘটনাটি জঙ্গী হামলা হিসেবে আখ্যায়িত করে সেদেশ। ওই ঘটনায় দগ্ধ অবস্থায় এক যুবককে আটক করতে সক্ষম হয় আমেরিকার আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে জানানো হয়, ওই যুবক বাংলাদেশী। তার নাম আকায়েদ উল্লাহ। আকায়েদের শরীর পুড়ে গেছে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জখম হয়েছে। তাকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আকায়েদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এমন ঘটনার পর পরই বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারকে অবহিত করা হয়। আকায়েদ সম্পর্কে জানতে রীতিমতো দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়।

মঙ্গলবার বেলা তিনটার দিকে রাজধানীর জিগাতলার মনেশ্বর রোডের বাসা থেকে আকায়েদের স্ত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস জুঁইকে (২৪) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ কার্যালয়ে নিয়ে যায় পুলিশের কাউন্টার টেররিজম এ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট। জুঁইয়ের তথ্যমতে তার পিতা জুলফিকার হায়দার ও মা মাহফুজাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

আকায়েদের স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ির বরাত দিয়ে পুলিশের কাউন্টার টেররিজম এ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের অতিরিক্ত উপকমিশনার সাইফুল ইসলাম জনকণ্ঠকে বলেন, আকায়েদ সম্পর্কে জানতেই মূলত তার স্ত্রী ও শ্বশুর-শাশুড়িসহ আত্মীয়স্বজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য মোতাবেক, আকায়েদের বয়স ২৭। সে বাংলাদেশে জঙ্গীবাদে জড়িত হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে দেশের কোন থানায় কোন মামলা আছে কিনা তা জানার চেষ্টা চলছে। আকায়েদ আমেরিকায় জঙ্গীবাদে জড়িয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে এবং পরিবারের দেয়া তথ্য মোতাবেক জানা গেছে। বিষয়টি আরও নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশে থাকতে তার উগ্র মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ার কথা জানিয়েছেন আকায়েদের পরিবার। তার বাড়ি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার মুসাপুর ইউনিয়নে। তাদের বাড়িটি ভুটান বা বোতান তালুকদারের বাড়ি হিসেবে পরিচিত। আকায়েদের নানার বাড়ি সন্দ্বীপের গাছুয়া আলম ডাক্তারের বাড়িতে। নানার বাড়িতে আকায়েদের তুসান কোম্পানি নামের এক খালু বসবাস করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত বছর জানুয়ারিতে জান্নাতুল ফেরদৌস জুঁইয়ের সঙ্গে আকায়েদের বিয়ে হয়। চলতি বছর ১০ জুন আকায়েদ সন্তানের জনক হয়। সন্তান হওয়ার পর চলতি বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর দেশে এসেছিল আকায়েদ। মাসখানেক অবস্থানের পর ২২ অক্টোবর সে আবার যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যায়। আকায়েদ দেশে থাকার সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করত। তার চালচলন থেকে বোঝার উপায় ছিল না সে আত্মঘাতী বা জঙ্গীবাদে জড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ মুসল্লির মতো মসজিদে যাতায়াত করত।

আকায়েদের চাচাত ভাই সোহরাব জানান, আকায়েদের পিতার নাম সানাউল্লাহ (বীর মুক্তিযোদ্ধা)। তিনি ঢাকার হাজারীবাগে পরিবার নিয়ে বাস করতেন। ছোটকাল থেকেই আকায়েদরা হাজারীবাগে বাস করত। গ্রামে তেমন একটা যাতায়াত করত না। চাচা একটি মুদি দোকান চালাত। এরপর দোকানপাট গুটিয়ে তারা আমেরিকায় চলে যায়। আকায়েদের পিতা নোয়াখালীর সাবেক এমপি ওবায়দুল হকের ভায়রা। তার মাধ্যমেই আকায়েদরা আমেরিকায় যায়। আকায়েদরা চার ভাইবোন। সে সবার বড়। আকায়েদ চাঁদপুরে বিয়ে করে। তার এক বোনেরও বিয়ে হয়েছে চাঁদপুরে।

নিউইয়র্ক পুলিশের তথ্য মোতাবেক, ২০১১ সালে ফ্যামিলি ভিসায় আকায়েদ আমেরিকায় যায়। আকায়েদ প্রথমে ট্যাক্সি চালাত। পরে একটি আবাসন নির্মাতা কোম্পানিতে বৈদ্যুতিক মিস্ত্রির চাকরি নেয়। ব্রুকলিনের এ্যাপার্টমেন্টে বসে ইন্টারনেট ঘেঁটে বোমা বানানো শেখে। ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজের সূত্রে কর্মস্থলে বসেই বোমা তৈরি করে।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমে আসা খবর অনুযায়ী, সোমবার সকালে অফিসগামী যাত্রীদের ব্যস্ততার মধ্যে টাইম স্কয়ার সাবওয়ে স্টেশন থেকে ম্যানহাটনের পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনালে যাওয়ার সঙ্কীর্ণ ভূগর্ভ পথে নিজের শরীরে বাঁধা পাইপ বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় আকায়েদ। বোমাটি ঠিকমতো বিস্ফোরিত না হওয়ায় প্রাণে বেঁচে গেলেও গুরুতর আহত হয় সে। বিস্ফোরণে তিন পুলিশও আহত হন। আকায়েদের এক ভাই, বোন ও মা রয়েছেন নিউইয়র্কে। বিস্ফোরণের ঘটনার পর তদন্ত কর্মকর্তারা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। আকায়েদ মসজিদে যাতায়াত করলেও কারো সঙ্গে মিশতেন না। নিউইয়র্ক প্রবাসী এক বাংলাদেশী ঠিকাদারের অধীনে ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজ করতেন আকায়েদ। এক সময় ট্যাক্সি চালানোর ল্যাইসেন্সও তার ছিল।